পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে

২ সেপ্টেম্বর '১৫ বঞ্চনা, প্রতারণা ও আক্রমণের জবাব হোক সর্বাত্মক ধর্মঘট

প্রিয় সাথী,

রাজ্যে ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টি করে গত ৯ জুলাই ঐক্যবদ্ধ যৌথ মঞ্চের আহ্বানে তৃতীয় রাজ্য কনভেনশন থেকে শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে ৯ দফা দাবীতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের চার বছরের বেশী সময়কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সময়কালে রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ভয়াবহ আর্থিক বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এটা সবার জানা যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বেতনের যে ক্ষয় হয় তা পূরণ করা হয় মহার্ঘভাতা প্রদানের মধ্য দিয়ে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বর্তমান এই মহার্ঘভাতার পরিমাণ ১১৩ শতাংশ। আর এই রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা পায় মাত্র ৬৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫.০৯.২০১৩ থেকে বেতন কমিশন গঠন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত পে-কমিশনের কাজ সম্পূর্ণ। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ বা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেবে। এটি চালু হলে এই আর্থিক বঞ্চনা আরো বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে রাজ্য সরকার ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে দূর-দূরান্তে বদলী করছেন যার দ্বারা সেই কর্মচারীরা শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নয় তাঁদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগের ক্ষেত্রে পি এস সি যেভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকা এতদিন প্রতিপালন করে এসেছিল, সেই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটিকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এক চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছে। শিক্ষাঙ্গন আর শিক্ষক সমাজ শুধুমাত্র অসম্মানিত হচ্ছেন তাই নয়, শারীরিকভাবেও নিগৃহীত হচ্ছেন। পরিবহন শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-পেনশন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অথচ সরকারের মেলা, উৎসব, ক্লাবকে টাকা দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে অপচয়ের বহর বাড়ছে। সরকারী প্রশাসনে লক্ষাধিক শূন্যপদ স্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ না করে সরকারের রাজনৈতিক দলের অনুগামী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বারা এবং দলীয় কর্মীদের চুক্তিপ্রথায় নিয়োগের মাধ্যমে কাজ চালানো হচ্ছে। বেকার যুবক-যুবতীরা চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে বা সর্বস্তরে দলদাসতন্ত্র কায়েম করে গণতন্ত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশী অস্থায়ী, চুক্তিপ্রথা, সিজন্যালসহ নানা ধরণের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। এঁদের কাজের ভিত্তিতে বা যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন নির্ধারিত হয়নি। এক্ষেত্রে বেতনের কোন সমতা নেই। নানা ধরণের বেতন নির্ধারিত আছে। যৌথ মোর্চা সমস্ত ধরণের চুক্তির কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ চায় এবং তৎসাপেক্ষে কাজ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের নিয়মিত করার দাবীও জানাচ্ছে। শিক্ষার অধিকার আইন বা অন্যকোন অজুহাতে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের কর্মচ্যুত করা যাবে না। বর্তমান সরকার শূন্যপদে কোন লোক নিয়োগ করছে না, নিয়োগের বিষয়ে রাজ্য সরকার ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। প্রতিশ্রুতির বন্যায় সাধারণ মানুষকে নতুন করে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে কারণ আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। কেননা গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্মচারীসহ সাধারণ মানুষকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তার একটিও বিশেষ করে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়নি। বরং এই অংশের কর্মচারীর উপর প্রশাসনিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে বর্তমানে যা প্রশাসনিক সন্ত্রাসে পরিণত হয়েছে। কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার প্রতিদিন নানা কালা আদেশ জারী করে কেড়ে নিচ্ছে। স্থায়ী গ্রুপ-সি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়া আদেশের মধ্য দিয়ে শুধু বেতন কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে সমস্ত ধরণের ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় স্থায়ী হওয়ার অধিকার শর্তসাপেক্ষে করেছে। এতে নতুন নিয়োজিত কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা আর কতদিন এই আক্রমণ ও আর্থিক বঞ্চনা মেনে নেবেন? তাই আমরা আজ সম্মিলিতভাবে আগামী ২ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় দাবীগুলিকে সমর্থন করে নিজস্ব ৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবো। আইনগত অধিকার নিয়েই ধর্মঘট করবো সেই অনুযায়ী আগামী ১৩ই আগস্ট মুখ্য সচিবের কাছে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করবো। বিধি অনুযায়ী সরকার আক্রমণাত্মক হলেও শুধু বেতন কাটা ছাড়া আর কোন অধিকার নেই, যতক্ষণ WBSR-এ আমাদের ধর্মঘট করার অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। "ডায়েস নন্" চাকুরীগত কোন অধিকার হরণ করার বিধি নয়। শুধু সমগ্র চাকুরীকাল থেকে একদিন মাত্র কমে যাবে। ৩৬৫ দিন বছর হলে হবে ৩৬৪ দিন। বিষয়টি সার্ভিস বুকে নথিভুক্ত হলেও কোন চাকুরীগত অসুবিধে নেই। এই বিধি প্রমোশন, ক্যারিয়ার বা অন্যকোন সুযোগ থেকে কর্মচারীদের বঞ্চিত করতে পারে না। এই বিধি 'No work No pay' ধরণের। সরকার ইচ্ছে করলে একদিনের বেতন কাটতে পারে বা নাও কাটতে পারে। সুতরাং ডায়েস নন্-কে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যেকোন বড় সংগ্রামে একটু আত্মত্যাগ করতে হয়। বর্তমান সরকার শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রশাসনিক দমননীতির মধ্যে দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায়। আমাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য অধিকার, মর্যাদা, গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা সব পদদলিত করে স্বৈরচারী রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণের পাশাপাশি আমরাও ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। সারা রাজ্যের সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের ৩৫টি সংগঠনের সমন্বয়ে তীব্র আর্থিক বঞ্চনা ও আক্রমণের বিরুদ্ধে আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ধর্মঘটে সামিল হব। নিজস্ব ৯ দফা দাবীতে ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।